



# আমার প্রথম সালাত আমার প্রথম ভালোবাসা



বই | আমার প্রথম সালাত আমার প্রথম ভালোবাসা  
মূল | ড. খালিদ আবু শাদি  
অনুবাদ | আব্দুল্লাহ ইউসুফ  
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

# আমার প্রথম সালাত আমার প্রথম ভালোবাসা

ড. খালিদ আবু শাদি



রুহামা পাবলিকেশন

আমার প্রথম সালাত আমার প্রথম ভালোবাসা

ড. খালিদ আবু শাদি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি / জুন ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ১৭৪ টাকা



RUHAMA  
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

## সূচি পত্র

কে হবে এই গল্পের বীর! .....	০৭
সালাতের চাবিকাঠি .....	০৮
প্রথমবার! .....	১৪
নতুন করে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাও .....	২৩
চূড়ান্ত প্রস্তুতি .....	২৪
নিবিষ্টচিত্ততাই নামাজের আত্মা .....	২৫
অজু .....	২৬
মসজিদে গমন .....	২৯
কিবলামুখী হওয়া .....	৩১
তাকবিরে তাহরিমা .....	৩২
সানা বা গুরু দুআ .....	৩৪
আউজুবিল্লাহি... পাঠ করা .....	৩৭
কিরাআত পড়া .....	৩৮
আমিন বলা এবং হাত উত্তোলন করা .....	৬৭
রুকু .....	৬৮
রুকু শেষে উঠে দাঁড়ানো .....	৮০
সালাত যখন কথা বলে .....	৮৪
সিজদা—রবের সর্বাধিক নৈকট্যে .....	৮৬
সিজদার জ্যোতি .....	১০০
দুই সিজদার মাঝে তোমার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত .....	১০১
দুই সিজদার মাঝে ইসতিগফার করা .....	১০৩
দ্বিতীয় সিজদা .....	১০৪
পুনরাবৃত্তি .....	১০৫

তাশাহুদ ও তাহিয়্যাহ .....	১০৬
শাহাদাতাইনের মর্ম .....	১১১
আশ্রয় প্রার্থনা .....	১১৬
সালাম ফেরানো .....	১১৯
সালাতের অর্জন .....	১২১
রহস্যের সারসংক্ষেপ .....	১২২
এমনই ছিল তাঁদের সালাত—আমাদের সালাত তাদের অনুরূপ?! .....	১২৭
আমার সকল কর্ম আল্লাহ তাআলা দেখছেন .....	১৩০



## কে হবে এই গল্পের বীর!

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেছে। তখন রাসুল ﷺ মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। লোকটি সালাত আদায় করল। অতঃপর এসে রাসুল ﷺ-কে সালাম দিল। রাসুল ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'وَعَلَيْكَ السَّلَامُ' (তোমার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক), যাও আবার সালাত আদায় করো। কেননা তুমি সালাত আদায় করোনি।' লোকটি গিয়ে সালাত আদায় করে আবার এসে রাসুল ﷺ-কে সালাম দিল। তিনি তার সালামের উত্তর নিয়ে বললেন, 'যাও আবার সালাত আদায় করো, কেননা তুমি সালাত আদায় করোনি।' লোকটি পুনরায় সালাত আদায় করে এসে রাসুল ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'যাও আবার সালাত আদায় করো, কেননা তুমি সালাত আদায় করোনি।' অতঃপর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন পরিপূর্ণভাবে অঙ্গু করবে। তারপর কেবলামুখী হয়ে তাকবির বলবে। অতঃপর পবিত্র কুরআন থেকে তোমার কাছে যা সহজ মনে হয়, তা তিলাওয়াত করবে। তারপর রুকুতে গিয়ে ধীরস্থির হবে। রুকু শেষে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর সিজদাতে গিয়ে ধীরস্থির হবে। অতঃপর মাথা উঁচু করে বসবে। এভাবে পুরো সালাত আদায় করবে।'<sup>১</sup>



১. সহিহুল বুখারি : ৬২৫১, সহিহ মুসলিম : ৩৯৭, সহিহত তারগিব ওয়াত তারহিব : ৫৩৫।



## সালাতের চাবিকাঠি

এই কিতাব থেকে উপকৃত হবার প্রমাণও বলা যেতে পারে এই অধ্যায়কে। এটি এই কিতাবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা। কারণ এখান থেকে তুমি জানতে পারবে যে, তুমি যা কিছু পড়ছ, সেগুলোকে বাস্তব জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে এবং কীভাবে এখান থেকে সারগর্ভ (শিক্ষা) হাসিল করবে?

১. দ্রুততার কারণে সালাতের শ্রেষ্ঠত্ব কমে যায় : যদি তুমি এই কিতাব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও এবং সালাত থেকে পূর্ণাঙ্গ ফায়দা হাসিল করতে চাও, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করতে হবে; তাড়াহুড়ো করে আদায় করা যাবে না, সালাতের মাঝে কোনো কিছুই যেন বাদ না পড়ে। বিশেষ করে কোনো অংশে বিনয় ও খুশি যেন ছুটে না যায়। কারণ, এর ফলে ইমানের শক্তি কমে যায়। সালাতের মাঝে অনেক বরকত নিহিত রয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, যেগুলো সালাত আদায়কালে মুসল্লিরা বুঝতে পারে। অথচ সে বিষয়গুলো ইতিপূর্বে কখনো তার চিন্তায়ও আসেনি। সালাতের এসব ফজিলত ও বরকত তোমাকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, ধীরস্থিরতার সাথে সালাত আদায় করতে হবে। সুতরাং তোমার উচিত হলো ধীরস্থিরতার সাথে সালাত আদায় করা।

কেবল সালাতের ভেতরেই ধীরস্থিরতা অবলম্বন করলে চলবে না; বরং সালাতের পূর্বক্ষণ থেকেই ধীরস্থিরতার সাথে প্রস্তুতি নিতে হবে। রাসুল ﷺ-ও ধীরস্থিরতার সাথে প্রশান্তচিত্তে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমার অবস্থা এমন না হয় যে, তুমি বাধ্য হয়ে সালাত আদায় করছ। এমনভাবে দ্রুততার সাথে সালাত আরম্ভ করা যাবে না যে, সালাতের নিয়ত করার সাথে সাথে ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছ আর হাঁপাচ্ছ এবং মাথায় বিভিন্ন চিন্তা লালন করছ। নবিজি ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا تَوَبَّ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ،  
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ  
إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ

‘সালাতের জন্য ইকামাত দেওয়া হয়ে গেলে তোমরা দৌড়াদৌড়ি বা তাড়াছড়া করে সালাতে এসো না। বরং প্রশান্তিসহ গাঙ্গীর্ঘ বজায় রেখে সালাতে শরিক হবে। অতঃপর ইমামের সাথে যতটুকু পরিমাণ সালাত পাবে, তা আদায় করবে। আর যতটুকু পরিমাণ ছুটে যাবে, তা পূরণ করে নেবে। কেননা, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়ের সংকল্প করে, তখন সে সালাতরত বলেই গণ্য হয়।’<sup>২</sup>

অর্থাৎ সেই ব্যক্তিও মুসল্লি। তাই তার উচিত হলো, একজন মুসল্লির জন্য যা কিছু করা কর্তব্য, সেগুলো করা এবং যেগুলো থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক, সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

২. বিভিন্ন আজকার পাঠ করতে হবে : আজকার পাঠ করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তাকরার বা বারবার পাঠ করার কারণে মনের মধ্যে **مَلَل** (বিরক্তি বা অস্বস্তি) সৃষ্টি হয়। আর **مَلَل** (বিরক্তি বা অস্বস্তি) হলো, যা তোমাকে সালাতের মর্ম অনুধাবনের প্রতি অমনোযোগিতা তৈরি করবে। ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। সুতরাং তুমি যদি একই জিকিরকে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকো এবং প্রত্যেকবার সেটি নিয়েই ভাবতে থাকো, তাহলে সালাতের মাঝে বিরক্তি চলে আসবে এবং খুশু চলে যাবে। সুতরাং অবশ্যই তোমাকে প্রত্যেক সালাতে বিভিন্ন আজকার পাঠ করতে হবে। একেক রুকন আদায়কালে একেক জিকির পাঠ করবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, একই সালাতে তোমাকে সবগুলো আজকার পাঠ করে শেষ করতে হবে। বরং প্রত্যেক সালাতের মধ্যে যেকোনো একটি করে নির্বাচন করবে এবং সেই জিকির নিয়ে ভাবতে থাকবে আর তার সারমর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। এভাবে আমল করতে করতে যখন তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে এবং শয়তান সালাতের মাঝে ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, তখন অন্য আরেকটি আজকার পাঠ করতে শুরু করবে।
৩. ভালোভাবে তিলাওয়াত করতে হবে : সালাতের মধ্যে কুরআনে কারিম তিলাওয়াত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তোমাকে একই সাথে পুরো কুরআনে কারিম অথবা অনেক বেশি অংশ তিলাওয়াত করতে হবে। বরং

.....  
২. সহিহ মুসলিম : ৬০২।

উদ্দেশ্য হলো, অল্প অল্প করে তিলাওয়াত করবে এবং যেটুকু তিলাওয়াত করবে, তার মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। এভাবে একটা সময় বেশি তিলাওয়াত করার তাওফিক হবে ইনশাআল্লাহ।

৪. আজানের সাথে সাথে সাড়া দেওয়া : যখনই তোমার কানে আজানের আওয়াজ আসবে, যথাসাধ্য দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এর ফলে তোমার অন্তর থেকে দুনিয়ার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি হবে এবং তোমার এই প্রচেষ্টার কারণে সালাতের মাঝে আত্মিক শক্তি ও অন্তরের খোরাক খুঁজে পাবে। তাই তুমি যত দ্রুত মসজিদে ছুটে যাবে, আল্লাহ তাআলাও তোমাকে সালাতের দ্বারা ততটুকু উপকার দান করবেন।
৫. উত্তম স্থান ও উত্তম সময় : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশেষ ফজিলতপূর্ণ সময়ে অথবা পবিত্র জায়গাগুলোতে সালাত আদায়ের সময় অন্তর স্বাভাবিকের চেয়েও অনেক বেশি পবিত্র থাকে, আল্লাহর অভিমুখী থাকে, সালাতের মর্ম অনুধাবনের জন্য অধিক উপযুক্ত ও প্রস্তুত থাকে। যেমন : মসজিদ। বিশেষ করে যদি মসজিদটি হয় কাবা শরিফ, মসজিদে নববি অথবা বাইতুল মাকদিস! আর সময়টিও যদি হয় পবিত্র সময়! যেমন রমাজানের রাত্রিগুলো এবং রমাজানের শেষ দশকের ইতিকাকের! তাহলে তো এই কিতাবের ওপর আমল করতে তোমার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হবে। সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়াবি চিন্তা থেকে ফারোগ হয়ে তুমি ইবাদত করতে পারবে। সালাতের উদ্দেশ্য হাসিল হবে এবং তুমি এমন বরকত অর্জন করতে পারবে, যা অন্য কোথাও পেতে না।
৬. দ্রুত সালাত আদায় ও ধীরগতিতে সালাত আদায় : একাকী সালাত আদায়কালে ধীরগতিতে আদায় করবে। কিন্তু কাউকে নিয়ে সালাত আদায়ের সময় ধীরগতি পরিহার করবে। তবে যদি জানতে পারো যে, তোমার পেছনের মুসল্লিগণও ধীরগতিতেই সালাত আদায় করতে চায়, তাহলে তা করতে পারো। আর ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ, অধিক উত্তম, ইখলাসের জন্য অধিক উপযোগী এবং এভাবে উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এই কিতাবের ফরমুলাগুলোর ওপর আমল করতে হলে তোমার জন্য অধিক উপযুক্ত সময় হলো, একাকী সালাত আদায়ের সময়

বা নফল নামাজ পড়ার সময়। তখন যতটুকু ইচ্ছা সালাতকে দীর্ঘ করতে পারবে এবং প্রশান্তচিত্তে সালাত আদায় করতে পারবে। মনে রাখবে যে, ব্যস্ততার মাঝে দিনের শুরুতে সালাত আদায় করার মধ্যে এবং দিন শেষে বাড়িতে ফেরার সময় তোমার সুযোগমতো দ্রুত মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। তোমার উচিত হলো, প্রত্যেক সালাত থেকে যতটুকু সম্ভব ফায়দা হাসিল করা।


৭. আজকার মুখস্থ করা : যদি তোমার মনকে সালাতের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত রাখতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত আজকারগুলো মুখস্থ করতে হবে। তাই এই কিতাবের মধ্যে আমি তোমার জন্য সেসব আজকার থেকে কিছু সহিহ আজকার উল্লেখ করেছি। দুর্বল বর্ণনার আজকারগুলো উল্লেখ করিনি। যাতে তুমিও রাসুল ﷺ-এর বর্ণনা অনুযায়ী সালাতের প্রত্যেক দিগন্তে পরিপূর্ণভাবে বিচরণ করতে পারো এবং তিনি যেভাবে সালাত থেকে উপকৃত হয়েছেন, তুমিও যেন সেভাবে উপকৃত হতে পারো। ফলে সালাতের মধ্যে প্রতিটি রাকআতে রাসুল ﷺ-কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করাও সহজ হয়ে যাবে।
৮. রাতের সালাত খুশুর জন্য অধিক উপযুক্ত : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাতের সালাত আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক প্রিয়, এ সময় তাঁর রহমত পাওয়া অধিক সহজ, মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করা যায়, ব্যস্ততা মুক্ত থাকা সম্ভব হয়, অতি সহজেই ইখলাস আনয়ন করা যায় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে আল্লাহর ধ্যান হাজির করা যায়। এ ছাড়াও স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই শেষ রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন তাঁর প্রিয় বান্দাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য।
৯. হতাশ হবে না : খুশু বা বিনয় হলো ইমানের অংশ। তাই যেহেতু ইমান বাড়ে এবং কমে, সেহেতু খুশুও বাড়ে এবং কমে। উপকারী ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকা এবং নেক আমলের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পায়। আর অন্তরের কলুষতা বা অন্তর মরে যাওয়ার মাধ্যমে তা কমে যায়। বিশেষ করে অন্তরের মধ্যে যখন সন্দেহ ও প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে, তখন অন্তর মরে যায়। আর অন্তর মরে গেলে খুশুও কমে যায়। কখনো যদি খুশু কমে যায়, তাহলে এই


অবস্থায় অব্যাহত থাকলে তা কমতেই থাকবে। আর যদি কখনো তোমার মাঝে অবসাদ, অমনোযোগিতা বা খানিকটা বিরক্তি চলে আসে, তাহলে তোমাকে দ্রুত তা থেকে মনকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং তোমার আমল ও আজকারের কথা মনে করতে হবে। তাহলে ইমানের স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব হবে।

১০. অনুভূতির সর্বোচ্চ স্তর : যদি তুমি সালাতের মধ্যে বিনয় ও খুশি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করার চেষ্টা না করো, তাহলে তোমার মাঝে বর্তমানে যতটুকু খুশি বিদ্যমান রয়েছে, সেটুকুও শেষ করে দেওয়ার জন্য শয়তান আশ্রয় চেষ্টা করতে থাকবে। ফলে সে ধীরে ধীরে তোমার খুশিকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসবে এবং তুমি সালাতের স্বাদ হারিয়ে ফেলবে। তখন তোমার কাছে সালাতটা একটি ভারী বোঝা মনে হবে। এভাবে সালাতের মধ্যে তোমার অলসতা বাড়তে থাকবে এবং তুমি সময়মতো তা আদায় করতে পারবে না। তাই এই সমস্যার উত্তম সমাধান হলো, তোমাকে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে পদার্পণ করতে হবে, যাতে কেউ নিচের দিকে নামাতে না পারে। বেশি বেশি সালাত আদায় করতে হবে, যাতে সালাতের মাঝে কমতি না আসে। সর্বদা সালাতের মাঝে মনকে উপস্থিত রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করতে হবে। অন্যথায় মনোযোগ যতটুকু আছে, তাও চলে যাবে। খুশি অর্জনের প্রতি পরিপূর্ণ প্রত্যাশা থাকতে হবে। অহংকারের সাথে চেষ্টা করবে না; বরং বিনয়ের সাথে চেষ্টা করবে।

১১. জোয়ার-ভাটার মাঝামাঝি : যখন অনুভব করবে যে, সালাতের মাঝে তোমার মনোযোগ ছুটে গেছে, বারবার ভুল করছ অমনোযোগিতার কারণে, তাহলে সালাতকে দীর্ঘ না করে দ্রুত শেষ করে দাও। কারণ, এমন মুহূর্তে তুমি সালাতকে যতই দীর্ঘ করবে, ততই ভুল হতে থাকবে এবং অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং যখন সালাতের মধ্যে মনোযোগ থাকবে, আত্মিক উন্নতি অনুভব করবে, ইমানি স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে, প্রশান্তি খুঁজে পাবে, তখন যত ইচ্ছা সালাতকে দীর্ঘ করবে, মর্ম অনুধাবন এবং পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করবে।



১২. অবসরতা ও ব্যস্ততার মাঝামাঝি : আবু দারদা  বলতেন, 'ব্যক্তির বুদ্ধির পরিচয় হলো, সালাত আরম্ভ করার পূর্বে প্রয়োজন পূরণ করে নেওয়া, যাতে অন্তরকে পরিপূর্ণ চিন্তামুক্ত করে সালাত আরম্ভ করতে পারে।

সুতরাং হিদায়াত পেতে হলে আবু দারদা -এর এই অসিয়ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করো। সালাত শুরু করার পূর্বে এবং সালাতের মাঝে কখনোই দুনিয়ার চিন্তায় ব্যস্ত থাকো না। অন্যথায় তোমার সামনেই তোমার সালাত মূল্যহীন হয়ে পড়বে এবং তোমার সামনেই তোমার ধনভান্ডার একটু একটু করে খালি হয়ে যাবে।



## প্রথমবার!

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের অন্তরের অনিষ্ট থেকে ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহ তাআলার কাছেই আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আবার তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

তিনি ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

‘হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে ভয় করো এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’<sup>৩</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’<sup>৪</sup>

৩. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

৪. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُضْلِحْ لَكُمْ  
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  
فَوْزًا عَظِيمًا

‘হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।’<sup>৫</sup>

ইবনুল কাইয়িম رحمته-এর এমন একটি মূল্যবান কিতাবের গুরুত্ব অনুধাবনের বিষয়টি আল্লাহ তাআলা আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। আমি একটি ওয়েবসাইটে সর্বপ্রথম এই কিতাবটি দেখেছি।<sup>৬</sup> ইবনুল কাইয়িম رحمته-এর লেকচার হতে কর্তৃপক্ষ এটিকে মিশর, ইরাক ও সৌদি আরব থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছে। তখন বিষয়টি আমার অনুধাবনে ছিল না। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলার তাওফিকে আমি পবিত্র কাবা শরিফে হজের উদ্দেশ্যে গমন করলাম, তখন একই কিতাব আমি ভিন্ন শিরোনামে দেখলাম।<sup>৭</sup> তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি তা ইবনুল কাইয়িম رحمته-এর দুটি কিতাব থেকে সংকলন করেছেন।

প্রথমটি হলো : (مَسْأَلَةُ السَّمَاعِ)-সম্পর্কিত তাঁর একটি কিতাব। তিনি এই কিতাবের শেষের দিকে বলেছেন, ‘এই কিতাবটি হলো সালাতের স্বাদ আন্বাদনের জন্য অত্যন্ত সহজ একটি উপস্থাপন।’

দ্বিতীয়টি হলো : সালাত ও সালাত পরিত্যাগকারী সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম رحمته-এর লিখিত একটি কিতাব।

তা ছাড়া পুরো রিসালাটি ইবনুল কাইয়িম رحمته-এর বিভিন্ন কিতাব দ্বারা সমাদৃত। এই কিতাবটি অধ্যয়ন করার পর আমি সালাত আদায়ে অনেক বেশি

৫. সূরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

৬. رسالة أسرار الصلاة في موقع صيد الفوائد بعناية أبي عبد الله همام الجزائري

৭. رسالة ذوق الصلاة، انتقاء عادل عبد الشكور الزرقى، ط ٢، دار طويق بالرياض ١٤٢٣م/٢٠٠٢



প্রশান্তি, আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করেছি। এই কিতাবটি পড়ার পর উমরা পালন করার সুযোগে সালাতের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছি এবং সালাতের প্রকৃত চাবিকাঠির সন্ধান পেতে সুবিধা হয়েছে। অবশ্যই এই অর্জন আল্লাহর তাওফিকে আমার উমরার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আমার ভেতরে অনুভব হচ্ছে যে, এর আগে কখনো আমি সালাত আদায় করিনি। এখন আমি পবিত্র কাবার সম্মুখে দণ্ডায়মান। এটাই যেন প্রথম সালাত আমার জীবনে।

অতঃপর যখন উমরা শেষে ফিরে আসলাম, মনে হলো এই বুঝি সারা জীবনে কয়েকবার মাত্র সালাত আদায় করলাম। যার ফলে উম্মাহর ফায়দার কথা চিন্তা করে কিতাবটি প্রকাশ করার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম। তাই আমি এই কিতাবটিকে একটু ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করেছি। আমার বিন্যাসের ধরন ছিল এমন—

১. এই রিসালার তিনটি নুসখার মাঝে সমন্বয় সাধন করেছি। অর্থাৎ তিনটি নুসখা থেকে একটি সারনির্যাস বের করে এই নুসখা তৈরি করেছি। এগুলোর মাঝে বড় ধরনের পার্থক্যও লক্ষ করেছি। প্রতিটি নুসখার মধ্যে এমন এমন ফায়দা লুক্কায়িত ছিল, যা অপরটির মাঝে নেই। তাই সবগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাগুলোকে আমি একটি নুসখার মধ্যে জমা করে এই কিতাব সংকলন করেছি।
২. সকল শ্রেণির পাঠকের কথা বিবেচনা করে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এর মর্ম অনুধাবন করা এবং তার ওপর আমল করা সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়ে পড়েছে। এমনকি যারা এর কিছু কিছু শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে পারত না, তাদের জন্যও সহজ হয়ে পড়েছে।
৩. ইমাম ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ কিছু কিছু ইবারতকে অতি সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেগুলোর পরতে পরতে ছিল গভীর মর্ম নিহিত। তাই আমি সবার ফায়দার কথা বিবেচনা করে সেগুলোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি।

৪. ইমাম ইবনুল কাইয়িম رحمته-এর সালাতবিষয়ক অন্যান্য কিতাব থেকেও কিছু কথা এখানে সংযুক্ত করেছি। যেমন : 'মাদারিজুস সালিকিন', 'আল-ফাওয়াদ' ইত্যাদি। যার ফলে এই কিতাবের ফায়দা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫. আমি নিজ থেকেও কিছু বিষয় সংযুক্ত করেছি। এমনকি সালাতের অনেক আত্মিক অর্থ এখানে সংযুক্ত করেছি এবং সালাতের মাঝে পঠিত অনেক আজকার সংযুক্ত করেছি।
৬. আমি এর প্রকাশভঙ্গিকে পুনরাবৃত্তি করেছি। যাতে এটি আদেশ ও নিষেধের আঙ্গিকে ফুটে ওঠে এবং প্রত্যেক সালাত আদায়ের সময় রুটিন করে তার ওপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।
৭. এই কিতাবের উপস্থাপনা ও উপসংহারে সালাতের ফজিলত ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইবাদতের বিষয়ে অনেক আলোচনা বাদ দিয়েছি। যেহেতু এখানে সালাতের রুকনসমূহ, আজকার এবং সালাতের মধ্যে অন্তরকে উপস্থিত রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হবে, সেহেতু তা পরিহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও ফিকহি বিভিন্ন আলোচনাও বাদ দিয়েছি। যেগুলোর কারণে কিতাবের মূল ভাব ফুটে ওঠে না।

এই কিতাব দ্বারা আমি সর্বপ্রথম আমাকে উদ্দেশ্য করব। অতঃপর সেসব মুসল্লিকে উদ্দেশ্য করব, যারা সর্বদা অবহেলার সাথে সালাত আদায় করে। বস্তুত তারা সালাত আদায় করেনি এতদিন। আদায় করলেও সালাতের প্রতি যতটুকু যত্নবান হওয়ার দরকার ছিল, ততটুকু যত্নবান হয়নি। এদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই সালাতের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে রুকু-সিজদার হক আদায় করে, বিনয় অবলম্বন করে এবং সালাতের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করে। সুতরাং যখনই মসজিদে মুসল্লিদের উপচে পড়া ভিড় দেখবে, তখন ভেবে নিয়ো যে, এদের মাঝে প্রকৃত মুসল্লির সংখ্যা খুবই অল্প। হতে পারে এসব দৃশ্য রাসুলে কারিম رحمته-এর ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি ইরশাদ করেছেন :

أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْحُشُوعُ حَتَّى لَا يُرَى فِيهِ خَاشِعًا

‘এই উম্মাহ থেকে সর্বপ্রথম খুশু তুলে নেওয়া হবে। এমনকি তাদের মাঝে একজন খুশু অবলম্বনকারী ব্যক্তিকেও পাওয়া যাবে না।’<sup>৮</sup>

উমর رضي الله عنه তাঁর সময়েই বর্তমানের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি সে সময়কার মানুষের ব্যাপারে বলেছেন, ‘প্রকৃত হাজির সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আগম্বকের সংখ্যা অনেক বেশি।’ সে সময়ের মানুষের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কোথায়?! এমন এক যুগে আমাদের বসবাস, যেখানে আল্লাহভীরুদের সংখ্যা খুবই কম।

### তোমার কাছে ইসলামের মূল্য কতটুকু?!

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رضي الله عنه বলেন, ‘নিশ্চয় সালাতের প্রতি মানুষের যতটুকু মূল্যায়ন রয়েছে, ইসলামের প্রতি ততটুকুই মূল্যায়ন রয়েছে। সালাতের প্রতি তাদের যতটুকু আগ্রহ রয়েছে, ইসলামের প্রতিও তাদের ততটুকুই আগ্রহ রয়েছে। হে আল্লাহর বান্দা, এবার তুমি নিজের সম্পর্কে অবগত হও এবং এমন অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে ভয় করো যে, তোমার মাঝে ইসলামের প্রতি কোনো আগ্রহই নেই। আর মনে রেখো, তোমার মনের মধ্যে সালাতের গুরুত্ব যতটুকু, ইসলামের গুরুত্বও ততটুকু।’

প্রিয় পাঠক, আপনাদের প্রতি আমার প্রত্যাশা, এই কিতাব অধ্যয়ন করার পর আল্লাহ তাআলা আপনাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন। ইনশাআল্লাহ এই কিতাবের শেষ পৃষ্ঠা পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আপনাদের খুশুর মতো নিয়ামত দান করবেন এবং আপনাদের মাঝে নববি চিন্তা ও অনুভূতি জাগ্রত হবে। যেমনটি রাসুল ﷺ অনুভব করেছিলেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, (وَجُعِلَتْ قُرَّةُ) (عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ) ‘সালাতের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা নিহিত রয়েছে।’<sup>৯</sup>

খুশু হলো সর্বোপরি দৃঢ়তার চাবিকাঠি এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হিদায়াতের দরজা। অর্থাৎ দৃঢ়তা ও হিদায়াত তালাশের পূর্বে প্রয়োজন বিনয়

৮. তাবারানি رحمته الله কৃত মুসনাদুশ শামিইন : ১৫৭৯, আল-জামিউস সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ : ২/৩০৬, সহিহুল জামি : ২৫৬৯।

৯. সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৪০, মুসনাদু আহমাদ : ১৪০৩৭।

ও একনিষ্ঠতার। এমনটিই বলেছেন ইমাম জুনাইদ رضي الله عنه। তিনি বলেন, খুশু মনকে আল্লাহ তাআলার জন্য নরম করে দেয়। আর মন হলো পুরো দেহের নিয়ন্ত্রক। সুতরাং অন্তর আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়ে গেলে কান, চোখ, চেহারা এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহ তাআলার জন্য বিনয়ী হতে বাধ্য।

খুশু একটি আত্মিক শক্তি। যা সর্বদা মনকে জাগ্রত রাখে, আনন্দে উচ্ছ্বাসিত রাখে। ফলে মন কখনো আত্মভোলা হয় না, কুপ্রবঞ্চনায় পতিত হয় না এবং অন্তর কখনো পথভ্রষ্টও হয় না। খুশুর মাধ্যমে মনকে উদাসীনতা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে সতর্ক রাখা যায়, যাতে সঠিক পথ থেকে তা বিচ্যুত না হয়। এ ছাড়াও যে মনে খুশু রয়েছে, সেই মনে কখনো কাঠিন্য বা মৃত্যুর ভয় আক্রমণ করে না।

খুশুর ইলম হলো সবচেয়ে উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ইলম। কেননা, খুশুর ইলমের মাধ্যমে মনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি হয়। আর নবিজি صلى الله عليه وسلم আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এমন ইলম থেকে, যা কোনো উপকারে আসে না; এমন অন্তর থেকে, যাতে আল্লাহর ভয় নেই; এমন দুআ থেকে, যা কবুল হয় না। যেই অন্তর আল্লাহকে ভয় করে না, সেই অন্তরের ইলম কোনো উপকারে আসে না এবং তার দাওয়াতে কেউ সাড়া দেয় না।

দায়ীদের জন্য খুশু অত্যাবশ্যকীয়। সুতরাং যদি দায়ীদের মাঝে এই সিফাত না থাকে, তাহলে সেই দায়ি ও দাওয়াতের মাঝে মহাবিপদ অপেক্ষমাণ এবং এমন দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম হওয়া তো অসম্ভব প্রায়। মানুষের হিদায়াতের কথা তো কল্পনাই করা যায় না। বর্তমানে আমাদের দায়ীদের অবস্থা এমনই। এসব দায়ির অপরাধ অনেক জঘন্য ও ভয়াবহ। যুগে যুগে বহুবার ইসলাম এমন মানুষগুলোর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। যেমনটি হয়েছে শত্রুদের দ্বারা।

প্রত্যেক দায়িত্বশীলকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই আমাদের মা-বাবাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, সন্তানদের খুশুর শিক্ষা দেওয়া। একদা মালিক বিন দিনার এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে ভালোভাবে সালাত আদায় করছে না। তখন তিনি বললেন, 'কে আছে এমন, যে আমাকে তার পরিবারের প্রতি রহম করার সুযোগ করে দেবে?' তখন তাকে বলা হলো, 'হে

আবু ইয়াহইয়া, যে তার সালাত ঠিকমতো আদায় করছে না, আপনি তার পরিবারের প্রতি দয়া করতে চান?!” উত্তরে তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় সে তার পরিবারের বড়জন। আর তার থেকেই পরিবারের অন্যরা শিখবে।’

## কাজিফত প্রত্যাশা

এই কিতাবের মাধ্যমে আমি আশা করি যে, অনেকের মাঝেই খুশু পয়দা হবে এবং তাদের খুশু এক সালাত থেকে আরেক সালাতের মধ্যেও স্থানান্তরিত হবে। সর্বোপরি আমার লক্ষ্য হলো :

- বান্দা যেন তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোযোগী থাকে। এমনকি সামান্য কোনো বিষয়ও যেন আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ ছাড়া করা না হয়। আর বান্দা যদি বাহ্যিকভাবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে ইবাদতের হক আদায় করে, তাহলে এই অবস্থার পূর্ণতা প্রমাণিত হবে। যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।
- অন্তরের মধ্যে প্রকৃত তারবিয়াতের বীজ বপন করা। অন্য কারও পিছু না পড়ে অথবা অন্য কারও প্রতি ক্রক্ষেপ না করে তুমি নিজেকে খুশুর তারবিয়াত দাও। যদিও তোমার মহল্লার মসজিদে, তোমার বিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে, গ্রামে অথবা তোমার শহরে বিনয়ী ব্যক্তি তুমি একাই থাকো, তবুও তোমাকে খুশু অবলম্বন করেই চলতে হবে। যদি পুরো দুনিয়া এ পথ থেকে সরে যায়, তবুও তোমাকে অটল থাকতে হবে। যদি আশপাশের সবার অন্তর অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তবুও তোমার হৃদয় আলোকিত থাকবে।
- ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করা, দৈনন্দিন মুহাসাবা করা এবং দুনিয়াতে যেভাবে সালাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হতে হয়, সেভাবে আখিরাতেও আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- বিনয়ী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের মতো সালাত আদায় করে এবং রোনাজারি করে মুসলিম উম্মাহর জাগরণে ও সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা। আজ আমাদের মাঝে অন্তরের অন্তস্থল থেকে একনিষ্ঠ হৃদয়ের আহ্বানকারীর

খুবই প্রয়োজন। যাদের দু'আর সাথে সাথে মুসলমানদের ওপর বয়ে চলা দুর্ভোগগুলো দূর করার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে যাবে।

সালাত এমন কোনো নড়াচড়ার নাম নয়, যা কিছু সময় ব্যয় করে করা হয়। অতঃপর তা শেষ হয়ে যায় এবং অবহেলা আর অমনোযোগিতার অতল গহ্বরে তা হারিয়ে যায়। বরং সালাত হলো সঠিক পদ্ধতিতে কিছু ওঠাবসার নাম। যা জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়, জীবনের কালো অধ্যায় মুছে দিয়ে সত্যের বিপ্লব ঘটায়, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক করে দেয় এবং তোমাকে সর্বদা আল্লাহর সামনে উপস্থিত বলে মনে করিয়ে দেয়।

আশা করি তোমরা এই কিতাবটির প্রকৃত মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়েছ।

- ড. খালিদ আবু শাদি  
(লেখক)







ফিতাবটি পড়ায় পূর্বে আমাদের অবশ্যই নতুন করে  
আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তাই...

## নতুন করে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাও

হে আল্লাহ, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি জীবনের প্রতিটি ভুল থেকে,  
যেগুলো আপনার সামনেই প্রতিনিয়ত করেছিলাম। হে প্রভু, আপনার ঘরে  
থেকেই অন্যের ওপর ভরসা করার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিন। দুনিয়ার  
দুশ্চিন্তাগুলোর জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যেগুলো আখিরাতের  
পথে আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছে। আপনার ছত্রছায়ায় থেকেও আপনাকে  
ছাড়া গাইরুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে আমরা আপনার কাছে মাফ  
চাচ্ছি। সালাতের প্রতি অনিচ্ছা, অবহেলা ও দ্রুততার কারণেও আপনার  
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে প্রভু, আপনার কাছে প্রার্থনা করা অবস্থায়ও  
আমাদের হৃদয়ে উদয় হওয়া কুপ্রবণতা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এমন  
আরও জানা-অজানা যত অপরাধ রয়েছে, আমাদের সবগুলো অপরাধ থেকে  
ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমার কলম আর সামনে এগুচ্ছে না। আমাদের তো অপরাধের শেষ নেই।  
তবুও আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমি আশা রাখি, আল্লাহ তাআলা আমাকে  
ক্ষমা করে দেবেন।

পাপের দেয়ালে বেষ্টিত আমাদের অন্তরগুলোতে প্রতিনিয়ত অপরাধের ধুলোঝড়  
সৃষ্টি হয়, ইবাদতের প্রতি অবহেলা ও অনাথহের কারণে অন্তর প্রতিনিয়ত  
কলঙ্কিত হয়, দুনিয়ার চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।

তবুও আমি পাপের উত্তাপে উত্তপ্ত এই জলন্ত হৃদয়ে হিদায়াতের এক পশলা  
বৃষ্টি বর্ষণের আশা রাখি। অপেক্ষায় থাকি যে, কোনো একদিন এই হৃদয়ে  
ফিতরাতের নুর চমকাবে। নির্দোষ মাসুম বাচ্চাদের অন্তরের মতো পূত-পবিত্র  
হয়ে যাবে। হে মাওলা, আপনি কি আমার দুর্বলতাগুলোর প্রতি সদয় হবেন  
না? আমার প্রতি দয়া করবেন না? আমার আহ্বানে সাড়া দেবেন না?

আল্লাহর কাছে তো ইসতিগফার করেছ। এবার সময় হয়েছে চূড়ান্তভাবে  
প্রস্তুতি নেওয়ার।



## ছড়ান্ত প্রস্তুতি

সালাত আদায়কালে বহুবার শয়তান তোমাকে পরাজিত করেছে, অমনোযোগী করেছে, তোমার মস্তিষ্কে সালাতের মর্ম অনুধাবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অতঃপর সে অটুহাসি দিতে দিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পিছু হটেছে। কারণ সে এই যুদ্ধে তোমার ওপর বিজয়ী হয়েছে। হে ভাই, কখনো কি নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করেছ?

জীবনে কত সালাত আদায় করেছ এমন, যাতে তোমার কোনো অনুভূতিই ছিল না!

সালাতের মাঝে কোনো খুশু-খুজু ছিল না।

প্রায় সময় তো সালাতটা তোমার কাছে ভারী বোঝা মনে হতো!

যখনই সালাতে দাঁড়াতে, তখনই অলসতা আর অবহেলা তোমার ঘাড়ে চড়ে বসত।

কখনো কি রাসুল ﷺ-এর সেই কথার মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করেছ? তিনি বলেছেন, 'সালাতের মাঝে আমার চক্ষুর শীতলতা নিহিত রয়েছে।'

আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে এই কিতাবটি তোমার সামনে উপস্থিত করেছেন। তুমি যেসব উদাসীনতা, অবহেলার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে গেছ এবং আল্লাহর (নৈকট্য) থেকে দূরে সরে গেছ, তা থেকে তোমাকে উত্তরণের জন্যই আজ এই কিতাবটি তোমার সামনে হাজির করেছেন। হিদায়াতের পথে যেন তুমি প্রশান্তিময় ও চমৎকার সফর করতে পারো এবং সালাতের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পারো। সুতরাং অতীতের জন্য পরিতাপের সাথে তার দিকে হাত প্রসারিত করো, শক্তভাবে নাজাতের সাথে সংযুক্ত থাকো, এই কিতাবের প্রতিটি লাইন অন্তর্চক্ষু দিয়ে অবলোকন করো, যাতে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় এবং ইমান বৃদ্ধি পায়। তবেই তুমি সালাতের প্রকৃত স্বাদ আশ্বাদন করতে পারবে এবং তোমার পূর্বসূরীরা যেভাবে সালাতের মর্ম অনুধাবন করেছেন, সেভাবে তুমিও পারবে, চির শত্রু শয়তানকে পরাজিত করতে পারবে এবং তোমার হৃদয়রাজ্যে বিজয়ের পতাকা উভড়ীন করতে পারবে। আর তখন শয়তান বিলাপ করতে করতে পালাবে।

## নিবিষ্টচিত্ততাই নামাজের আত্মা

তোমার অস্তিত্বের সবটুকু নিয়ে আল্লাহর প্রতি একাত্ম ও নিবিষ্টচিত্ত হওয়াই নামাজের আত্মা, নামাজের প্রাণ। নামাজের মধ্যে কিবলার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেওয়া যেমন জায়িজ নেই, অনুরূপভাবে হৃদয়কে আল্লাহ থেকে বিমুখ করাও উচিত নয়।

নামাজ একটি তালাবদ্ধ সিন্দুক। আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টচিত্ততা এবং তিনি ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে বিমুখ হওয়াই তার একমাত্র চাবিকাঠি। নামাজের গোপন স্বাদ সে-ই আস্বাদন করতে পারে, যার মনোযোগ কেবল নামাজের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। একটি পূর্ণ পাত্রে নতুন কিছু রাখতে চাইলে তার ভেতরের বস্তুগুলো আগে ফেলে দিতে হয়, তদ্রূপ তুমি যদি হৃদয়ে নামাজের অর্থ, তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে চাও, তাহলে নামাজের সময় হৃদয় থেকে দুনিয়ার ফিকির ও রিজিক অনুসন্ধানের চিন্তা বের করে দিতে হবে। তবেই হৃদয় প্রশস্ত হবে এবং নামাজের নুর হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হবে।

তাই কাবাঘর হোক তোমার চেহারা ও শরীরের কিবলা; আর কাবাঘরের রব হোন তোমার আত্মা ও হৃদয়ের কিবলা। মনে রাখবে, নামাজের মধ্যে তুমি যতটুকু আল্লাহর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে, আল্লাহও ঠিক ততটুকু তোমার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন। তুমি যদি তাঁর থেকে বিমুখ থাকো, তিনিও তোমার থেকে বিমুখ থাকবেন। কথায় আছে, যেমন কর্ম তেমন ফল।

### নামাজে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টচিত্ততার স্বরূপ

- বান্দা তার হৃদয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখবে, যেন তাকে প্রবৃত্তি, প্ররোচনা ও দুনিয়াবি চিন্তা-ফিকির থেকে হিফাজত করতে পারে। কারণ এ বিষয়গুলো নামাজের সাওয়াব কমিয়ে দেয় অথবা সম্পূর্ণরূপে তা নিঃশেষ করে দেয়।
- আল্লাহ ও তাঁর বড়ত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে। তাঁর সার্বক্ষণিক নজরদারি ও পর্যবেক্ষণকে হৃদয়ে উপলব্ধি করবে। এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন বান্দা তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আর তিনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

- নামাজে পঠিত কুরআনের আয়াত ও জিকিরসমূহের মর্ম হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবে, যেন বান্দা সজাগ ও একাগ্র হৃদয় দিয়ে সেসবের যথাযথ হক আদায় করতে পারে।

এ তিনটি কাজ যথার্থরূপে আদায় করলেই বান্দার নামাজের হক পূর্ণতা লাভ করবে এবং সে প্রবেশ করবে ইমানি স্বাদ ও আল্লাহ-প্রদত্ত বিশেষ দানের জগতে—যাকে খুশ্ব বলে অভিহিত করা হয়।

## অজু

অজু করে পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হও। তারপর পবিত্র অবস্থায় তোমার রবের দিকে অগ্রসর হও। জেনে রেখো, অজুর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য—দুটি দিক রয়েছে :

- প্রকাশ্য দিক হলো, শরীর ও ইবাদতের অঙ্গসমূহ পবিত্র হওয়া।
- অপ্রকাশ্য দিক হলো, হৃদয় তাওবার মাধ্যমে পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হওয়া।

এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাওবা ও পবিত্রতার কথা পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।’<sup>১০</sup>

অজুর শেষে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ

.....  
১০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২২।